জাতীয় দলে ল্যাটিন ছন্দের ছোঁয়া

মারুফ রনি

গোল! এই শব্দটিকে নিয়ে অনেকদিন আমরা মাতি না। আমরা জানি না প্রতিপক্ষকে গোল দিতে পারবো কি না। ঠিক তেমনি আমাদের জানা নেই ফুটবলের নির্দিষ্ট 'গোল' (লক্ষ্য)। এক সময় ফুটবলকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখতো বাঙালি। প্রাণপ্রিয় সন্তানের মতো। কিন্তু সেই ভালোবাসা ছিল অন্ধ। ৯০-এর দশকে এ দেশে যখন স্যাটেলাইটের যুগ শুরু হলো, তখন আমরা ল্যাটিন, ইউরোপ, আফ্রিকার খেলা স্বচক্ষে দেখলাম। ল্যাটিন ফুটবলের ছন্দের নান্দনিকতা এবং ইউরোপ, আফ্রিকার 'পাওয়ার ফুটবল' দেখে ভুলে গেলাম জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলার শৈশব।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে মানুষের ভালোবাসার জায়গাটি থেকে পতন ঘটে ফুটবলের। সেই স্বর্ণময় যুগের শেষ অধিপতি ছিলেন আসলাম, মোনেম মুন্নারা। এ দেশের মানুষ এখন নিজ দেশের জয়ের চেয়ে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের জয় দেখতে চায়। বাংলাদেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষ অনেক পরে হলেও বুঝতে পেরেছেন এ দেশের মানুষ আর 'জাম্বুরা ফুটবল' দেখতে চায় না। তারা চায় ছন্দ। আর ছন্দ মানেই ল্যাটিন ফুটবল। তাই জাতীয় দল গড়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে আর্জেন্টাইন কোচ আন্দ্রেস ক্রুসিয়ানি এবং ট্রেইনার কোলম্যানকে। বর্তমানে সাফ ফুটবল ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রি-কোয়ালিফাইন্ড ম্যাচের জন্য ২৮ জন ফুটবলারকে নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিকেএসপিতে চলছে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ক্রুসিয়ানি বলেন, 'এবার জাতীয় ফুটবল দল সাফল্যের পাশাপাশি যাতে একটি পরিচ্ছন্ন খেলা উপহার দিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই চলছে প্রশিক্ষণ।'

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেএসপিতে গিয়ে দেখা গেল নতুন কোচকে নিয়ে সবাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। এর কারণ শুধু গত বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনার দলের সহকারী কোচ ক্রুসিয়ানি নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য দেশের সেরা খেলোয়াড়দের এক সঙ্গে হওয়া।

এবারের জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের মধ্যে তরুণ ফুটবলারদের অন্তর্ভুক্তি সবচেয়ে পজিটিভ বিষয় বলে মনে করছেন জাতীয় দলের সহকারী কোচ নীপু। তিনি বলেন, 'ক্রুসিয়ানি তরুণদের খেলাই বেশি পছন্দ করেছেন। ঘরোয়া লীগে তাদের খেলা দেখে তিনি তাদেরকে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডেকেছেন। তবে নীতি নির্ধারকরা সিনিয়র খেলোয়াড়দের প্রতি বেশি আস্থাশীল। তাই এবারে জাতীয় দল তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলেই গড়া হবে।' তরুণদের মধ্যে ক্রুসিয়ানির পছন্দের তালিকায় রয়েছেন রাইট উইঙ্গার সিরাজি ওয়ালি ফয়সাল ও আক্রমণ ভাগের এমিলি, তপু এবং মিডফিল্ডার জাহিদ পারভেজ ও আবুল।

এবারের প্রিমিয়ার ফুটবল লীগে ব্রাদার্সের হয়ে চমৎকার খেলেছেন তরুণ রাইট উইঙ্গার সিরাজি। জাতীয় দলের ক্যাম্পে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন। নিজের পায়ে বল থাকুক বা না থাকুক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বল

ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ২৮ ফুটবলার

গোলরক্ষক : আমিনুল হক, বিপ্লব ভট্টাচার্য, তারেক এবং শাকিল।

ডিফেন্ডার : ফয়সাল, সুজন, পারভেজ বাবু, সিরাজি, রজনীকান্ত, টিটু, নজরুল এবং ওয়ালী ফয়সাল।

মধ্যমাঠ : জয়, আরমান, আজিজ, আরমান মিয়া, জাহিদ পারভেজ, মতিউর মুন্না, আবুল, ফয়সাল মাহমুদ, উজ্জ্বল, হাসান আল মামুন এবং আসাদ।

স্ট্রাইকার : আলফাজ, ফরহাদ, টিপু, কাঞ্চন, এমিলি এবং তপু।

প্র্যাকটিসে সিরিয়াস সিনিয়র জুনিয়র সবাই

থাকলে ডিফেন্স থেকে 'ওভার ল্যাপ' করে সামনে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে তার। এই প্রবণতাই মনে ধরেছে ক্রসিয়ানির। তবে শেষ পর্যন্ত দলে থাকা তার পক্ষে কঠিন হবে। কারণ জাতীয় দলে একই পজিশনে গত চার-পাঁচ বছর ধরে খেলে আসছেন মুক্তিযোদ্ধার টিটু। এবারের জাতীয় লীগে তার দারুণ পারফরমেন্স। মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে দুটি গোলও করেছেন। তবে কোচ কাকে নেবেন সেটা নির্ভর করছে কোন কৌশল অনুযায়ী দলকে খেলাবেন। তিনি যদি আক্রমণাত্মক খেলা উপহার দিতে চান, তাহলে সিরাজিকেই উপযোগী বলে মনে করা হচ্ছে।

আক্রমণভাগের জন্য ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে ৬ জনকে। এর মধ্যে নতুন মুখ রয়েছেন ২ জন। এছাড়া দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন টিপু। এবারে ঘরোয়া লীগে তৃতীয় সর্বোচ্চ (১০টি) গোলই তাকে আবারও স্মরণ করতে বাধ্য করেছে। এছাড়া অন্যান্য যারা রয়েছেন তারা হলেন : আলফাজ, কাঞ্চন, ফরহাদ। নতুন দু'জন ব্রাদার্সের এমিলি ও তপু। এরা দু'জনই খেলেন বরেণ্য স্ট্রাইকার আলফাজের পজিশনে। এদের সম্পর্কে আলফাজ ২০০০কে বলেন, দুজনই প্রতিভাবান। তবে এদের অভিজ্ঞতা কম। লীগের ম্যাচেও এদের উপস্থিতি ছিল কম সময়ের জন্য। তিনি আরো বলেন, 'লীগে তপু ভালো খেললেও ম্যাচের শেষ ১৫/২০ মিনিট তাকে খেলানো হয়েছে। গোলও পেয়েছে মাত্র ২টি।' আক্রমণভাগে ৬ জনের মধ্যে দলে থাকতে পারেন ৪ জন। সে ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে একটি নতুন মুখ থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মধ্যভাগ। সমস্ত কৌশল পরিচালিত হয় এই জায়গা থেকে। অর্থাৎ মধ্যভাগ নিয়ন্ত্রণে থাকা মানেই ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে থাকা। ফলে সব দলেই মধ্যভাগকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। ৯ জনকে ডাকা হয়েছে মধ্যভাগের জন্য। কোচ ক্রসিয়ানি বলেন, বাংলাদেশের মধ্যভাগ শক্তিশালী। মধ্যভাগের খেলোয়াড় জয় সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। জয়ের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে, তিনি 'গেম মেকিং' খেলোয়াড়। এছাড়াও মধ্যভাগের বৈচিত্র্য আনার জন্য দু'জন তরুণ খেলোয়াড় জাহিদ পারভেজ ও আবুলকে রাখা হয়েছে। তবে এরা দু'জন হচ্ছেন ইন্ডিভিজ্যুয়াল খেলোয়াড়।

পরাজয়ের গ্লানি সবচেয়ে বেশি ছুঁয়ে যায় গোলকিপারকে। ক্যাম্পে গোলকিপার আনা হয়েছে চারজন। শেষ পর্যন্ত গোলপোস্ট আগলে রাখার দায়িত্বটা আমিনুল অথবা বিপ্লবের ওপরই বর্তাবে বলে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশে আমিনুল এবং বিপ্লব এখন পর্যন্ত সেরা গোলকিপার। এ ক্ষেত্রে কোচকে সিনিয়ারদের প্রতিই আস্থা রাখতে হচ্ছে।

বিকেএসপিতে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তরুণদের সঙ্গে সিনিয়র খেলোয়াড়রাও খুব সিরিয়াস। কারণ নতুন কোচের আস্থা বেশি তরুণদের ওপর। মিডফিল্ডার জয় ২০০০কে বলেন, কোচ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। এর আগে আমরা এ ধরনের প্র্যাকটিস করিনি। এক মাসের মধ্যে কোচের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে আমাদের সবারই কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। স্ট্রাইকার আলফাজও এই কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তিনি ২০০০কে বলেন, আমরা এই কোচকে দীর্ঘ মেয়াদে পেতে চাই। খেলায় একটা কৌশল অ্যাপ্লাই করার জন্য যেটা খুবই জরুরি।

মূলত প্র্যাকটিসের প্রথম সপ্তাহে হয়েছে পাওয়ার ট্রেনিং। দু'বেলার এই প্র্যাকটিসের সকালের সেশনে ফুটবলাররা রানিং ও জিমে দুই ঘন্টা সময় দিয়েছে। বিকালের সেশনে বল নিয়ে হালকা প্র্যাকটিস। এ সেশনে ফুটবলারদের কৌশল রপ্ত করানোতেই ব্যস্ত ছিলেন কোচ ক্রসিয়ানি। তার কৌশলের মূলে রয়েছে ছোট ছোট পাসের বিনিময়ে আক্রমণে যাওয়া।

আগামী ২০ অক্টোবর চূড়ান্ত জাতীয় দল ঘোষণা করা হবে। এর আগে খেলোয়াড়দের আরো কিছু কঠিন প্র্যাকটিসের সম্মুখীন হতে হবে। খেলোয়াড়দের জার্সির ওপর ১০ কেজি ওজনের বালুর জ্যাকেট পরিয়ে ম্যাচ খেলতে হবে। মূলত খেলোয়াড়দের স্টেমিনা কতটুকু সেটা যাচাই করাটাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ সমস্ত কঠিনতম প্র্যাকটিসে উতরে যাওয়াদের নিয়েই গঠন করা হবে ২১ জনের জাতীয় দল।

ভিক্টোর কোলম্যান, জাতীয় দলের ট্রেনার

আমার কৌশল হচ্ছে, বলটাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখা

আন্দ্রেস ক্রসিয়ানি
জাতীয় ফুটবল দলের কোচ

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে কাজ করতে কেমন লাগছে?
আন্দ্রেস ক্রসিয়ানি : চমৎকার। আমি একটি ভারসাম্যপূর্ণ দল পেয়েছি। সবাই বেশ সম্ভাবনাময়। তাদের নিয়ে আমি আশাবাদী।

২০০০ : কাজ করতে গিয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা?
ক্রসিয়ানি : তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এখানকার গরম আবহাওয়া ছাড়া সবাই বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

২০০০ : আমাদের তরুণ ফুটবলাররা কতটুকু সম্ভাবনাময়?
ক্রসিয়ানি : এখানে বেশ কিছু উঠতি খেলোয়াড় রয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে তারা বেশ পরিশ্রমী। তাদের স্কিলও ভালো। আমি মনে করি বাংলাদেশের ফুটবলকে তারা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে।

২০০০ : প্র্যাকটিসে আপনি কোন জিনিসটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন?
ক্রসিয়ানি : আমি প্র্যাকটিসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি খেলার কৌশলের উপর। আমার কৌশল হচ্ছে, বলটাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখা এবং সুযোগ বুঝে প্রতিপক্ষকে চমকে দেয়া।

২০০০: দলে শক্তিশালী পজিশন কোনটি?
ক্রসিয়ানি : আমি দলে নির্দিষ্ট কোনো পজিশনকে আলাদাভাবে দেখতে চাই না। আমি চাই ভারসাম্যপূর্ণ দল। আক্রমণের জন্য ডিফেন্স মিডফিল্ডকে সাপোর্ট দেবে আবার মিডফিল্ড সাপোর্ট দেবে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের। ঠিক একইভাবে আক্রমণভাগের খেলোয়াড় মিডফিল্ডারদের সাহায্য করবে এবং ডিফেন্সকে সাহায্য করবে মিডফিল্ডের খেলোয়াড়।

২০০০ : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?
ক্রসিয়ানি : আমি দলের ভালো পারফরমেন্স আশা করছি। আমার প্রথম টার্গেট এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রি-কোয়ালিফাইঙ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানো এবং সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।